UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN
A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

INTERNATIONAL YEAR OF FORESTS • 2011

ফেব্রুয়ারি ২০১১ | February 2011

২৩তম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা | Volume-XXIII, No. II

২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

'যে ভাষায় প্রথম শব্দ উচ্চারিত হয় এবং ব্যক্তিচিন্তার প্রকাশ ঘটে তা মাতৃভাষা, যা প্রত্যেক ব্যক্তির ইতিহাস ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ।... পারস্পরিক সমঝোতা ও সহনশীলতার সর্বোত্তম বাহন ভাষা। কোনো বর্জন ব্যতীত সকল ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সমাজ ও তাদের সদস্যদের শান্তি পূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।'

ইরিনা বোকোভা
ইউনেস্কো মহাপরিচালক

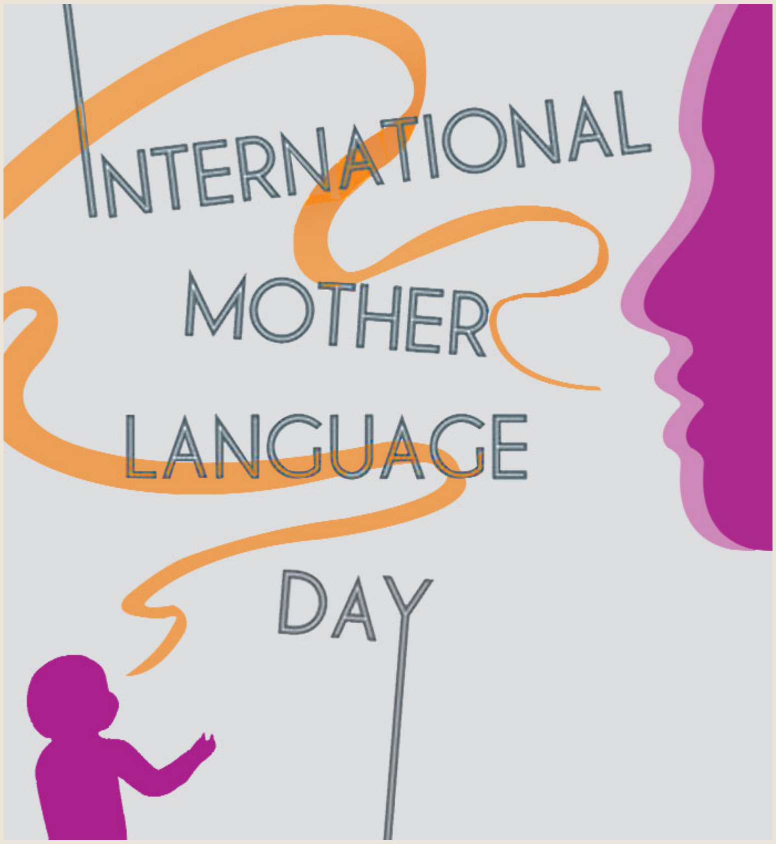

জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থার (ইউনেস্কো) ১৯৯৯ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ সম্মেলনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করা হয় (৩০ সি/৬২)।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২০০৯ সালের ১৬ মে তারিখের এ/আরইস/৬১/২৬৬ নং প্রস্তাবে 'বিশ্বের জনগণের ব্যবহৃত সকল ভাষা সংরক্ষণ ও সুরক্ষা এগিয়ে নেয়ার জন্য' সদস্য দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানায়। একই প্রস্তাবে বহু ভাষাবাদ ও বহু সংস্কৃতিবাদের মাধ্যমে বৈচিত্র্য ও আন্তর্জাতিক সমঝোতা বৃদ্ধির জন্য ২০০৮ সালকে সাধারণ পরিষদ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা বর্ষ ঘোষণা করে। ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং বহু ভাষাবাদ এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে ২০০০ সাল থেকে প্রত্যেক বছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হচ্ছে। এই তারিখ হলো ১৯৫২ সালের সেইদিন যেদিন তৎকালীন পাকিস্তানের দুটি জাতীয় ভাষার অন্যতম বাংলা ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে বিক্ষোভরত ছাত্ররা বর্তমান বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছিলেন। ভাষা আমাদের স্পর্শযোগ্য ও স্পর্শাতীত উত্তরাধিকার সংরক্ষণ এবং বিকাশের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। মাতৃভাষার প্রসারে সকল উদ্যোগ কেবল ভাষাগত বৈচিত্র্য ও বহুভাষাভিত্তিক শিক্ষাকেই উৎসাহিত করবে না, বরং তা সমগ্র বিশ্বে ভাষা ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে পূর্ণতর সচেতনতার বিকাশ এবং সমঝোতা,

সহনশীলতা ও সংলাপভিত্তিক সংহতি গড়ে তুলতেও অনুপ্রেরণা জোগাবে।

ভাষার উন্নতি ও সংরক্ষণ

পরিচয়, যোগাযোগ, সামাজিক সংহতি, শিক্ষা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে জটিল নিহিতার্থ সংবলিত ভাষা মানুষ ও গ্রহের জন্য কৌশলগত গুরুত্ব বহন করে। তা সত্ত্বেও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার কারণে ভাষা ক্রমবর্ধমান হারে হুমকিতে পড়ছে বা একেবারে হারিয়ে যাচ্ছে। ভাষা হারিয়ে যেতে থাকলে বিশ্বের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সমৃদ্ধ অলঙ্কারও হারিয়ে যায়। উন্নততর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার মূল্যবান সম্পদ–সুযোগ, ঐতিহ্য, স্মৃতি, চিন্তা ও প্রকাশের অভিনব ধরনও হারিয়ে গেছে। এই প্রেক্ষিতে, বহু ভাষাবাদ এগিয়ে নিতে কার্যক্রম গ্রহণ করা, অন্য কথায় কোনো একটি সমাজ ও দেশে ভাষার উপযুক্ত ও সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করার মতো সুসমঞ্জস, আঞ্চলিক ও জাতীয় ভাষা নীতিমালার বিকাশ উৎসাহিত করা জরুরি। এ ধরনের নীতি এমন ব্যবস্থা গড়ে তোলে যাতে প্রতিটি বক্তা–সমাজ ভাষার ব্যক্তি ও জনজীবনে তার মাতৃভাষা ব্যবহারের সুযোগ লাভ করে এবং বক্তাগণ স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাষার মতো বাড়তি ভাষা শেখা ও ব্যবহারের সামর্থ্য অর্জন করে। জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ভাষায় মাতৃভাষার বক্তাদের দেশের ভাষা এবং আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক ভাষা শেখা ও ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে।

> ‘ভাষা হারিয়ে যেতে থাকলে বিশ্বের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সমৃদ্ধ অলঙ্কারও হারিয়ে যায়’

বহু ভাষাবাদের এই অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২০০৮ সালকে আন্তর্জাতিক ভাষা বর্ষ ঘোষণা করে ইউনেস্কোকে কর্মসূচি আয়োজনের নেতৃত্ব দান করে।

জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো) প্রকাশিত বিলুপ্তির ঝুঁকিতে থাকা বিশ্ব ভাষার এটলাসের ২০০২ সালের সংস্করণে বলা হয়েছে যে, বিশ্বের যে ৬ হাজার বা অনুরূপ সংখ্যক ভাষায় কথা বলা হয় তার অর্ধেকই বিপন্ন এবং সে সঙ্গে বিপন্ন মানবচিন্তা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ও ধারণার এক অপূরণীয় মাত্রা। যে প্রক্রিয়ায় ভাষা বিলুপ্ত হচ্ছে তা ধারাবাহিক এবং নতুন কোনো বিষয় নয়। অবশ্য গত ৩০ বছর বা অনুরূপ সময় ভাষার বিলুপ্তিতে একটা নাটকীয় বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করেছে।

এই অবস্থার কারণ বহুবিধ ও জটিল। লোকে ভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পরিবেশে নিমজ্জিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয় কিংবা আগ্রাসী বা অর্থনৈতিকভাবে জোরালো সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে বলে তাদের মধ্যে দেশীয় ভাষা পরিত্যাগের প্রবণতা দেখা যায়। এ অবস্থায়, বয়স্করা কেবল শ্রম বাজারে প্রতিযোগী হওয়ার জন্য নয়, বরং সামাজিক মর্যাদা অর্জনের মানসেও নিজেদের ভাষা পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে ছেলেমেয়েকে প্রভাবশালী সংস্কৃতির ভাষা শিখতে উৎসাহিত করে।

সাধারণ পরিষদ ২০০১ সালে ইউনেস্কো সর্বজনীন সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ঘোষণা গ্রহণ করে বিশেষভাবে ভাষাগত উত্তরাধিকার রক্ষা, ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা লালন ও সাইবার

স্পেসে ভাষাবৈচিত্র্য এগিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ভাষা এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে জরুরি কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন পুনর্ব্যক্ত করেছে।

আদিবাসী ভাষার নিরাপত্তা বিধান ও সুরক্ষা

আদিবাসী ভাষার নিরাপত্তা বিধান ও সুরক্ষা লোকের মৌলিক অধিকার। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধীন সংস্থা হিসেবে আদিবাসী বিষয় সম্পর্কিত একটি ফোরাম প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত পরিষদের ২০০০/২২২ নং প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে জাতিসংঘ ও তার সদস্য দেশগুলো আদিবাসী জনগণের বিশেষ করে ভাষা ও সংস্কৃতির নিরাপত্তা বিধান সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর সমাধানে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং বহু ভাষাবাদ এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়।

জাতিসংঘ উন্নয়ন তহবিল (ইউএনডিপি), জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ), জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ), জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো) এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ২০০৬ সালের মে মাসে স্থায়ী সংস্থায় রিপোর্ট দিয়েছে। উলে-খ করা হয়েছে যে, আদিবাসী ভাষায় ক্রমবর্ধমান সংখ্যক প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে, সে সঙ্গে আদিবাসী জনগণের অধিকার সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে এসব ভাষায় অনেক প্রকাশনা বের করা হয়েছে। অনুরূপভাবে মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো বেশ কয়েকটি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে, যেমন আইএলও অনুবাদ করেছে আদিবাসী ভাষাসহ কয়েকটি ভাষায় স্বাধীন দেশগুলোতে আদিবাসী ও উপজাতীয় জনগণ সংক্রান্ত তার কনভেনশন (নং ১৬৯) এবং এসব ভাষায় বিভিন্ন শিক্ষা সহায়ক সামগ্রীও অনুবাদের পরিকল্পনা করছে। বিশ্ব পরিবেশ সুবিধার ক্ষুদ্র মঞ্জুরি কর্মসুচির আওতায়

ইউএনডিপি বিশেষ করে লাতিন আমেরিকায় আদিবাসী ভাষায় কয়েকটি প্রশিক্ষণ অধিবেশনের আয়োজন করেছে।

আদিবাসী জনগণের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা পরিস্থিতি বিষয়ক বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ারের রিপোর্টে (এ/৬০/৩৫৮) উলে-খ করা হয়েছে যে, আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতির ব্যবহার এবং নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে এখনো অনেক বাধা-বিপত্তি রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ইউনেস্কো ভাষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়াদির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষাক্রম গড়ে তোলার প্রয়োজনের ওপর আলোকপাত করেছে, যাতে প্রাসঙ্গিক ইতিহাস, মূল্যবোধ, ভাষা ও বাচনিক ঐতিহ্যের প্রতি স্বীকৃতি, শ্রদ্ধা ও উৎসাহ থাকবে।

জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় সম্পর্কিত দপ্তরের পরিসংখ্যান বিভাগ আদিবাসী জনগণ, বিশেষ করে তাদের ভাষা ব্যবহার এবং সংরক্ষণ সম্পর্কিত উপাত্ত লাভের জন্য জাতীয় আদমশুমারি রীতিকে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে স্থায়ী ফোরামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। ২০০৫ সালের শেষ দিকে এই দপ্তর তার ওয়েবসাইটে জাতীয় ও জাতিগত শ্রেণীগুলো সম্পর্কে উপাত্ত প্রকাশ করেছে। জীববৈচিত্র্য কনভেনশন সচিবালয় ভাষাবৈচিত্র্য ও আদিবাসী ভাষাভাষীদের সংখ্যা সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নৃতত্ত্ব ডাটাবেজ ব্যবহার করছে। স্মরণ করা যেতে পারে, ২০০১ সালে ইউনেস্কো বিলুপ্তির ঝুঁকিতে থাকা বিশ্ব ভাষার এটলাস প্রকাশ করেছে।

আদিবাসী বিষয় সংক্রান্ত স্থায়ী ফোরামের পালন করার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জাতিসংঘের সকল কাজে আরো প্রণালিবদ্ধভাবে ভাষাগুলোকে বিবেচনা করার ব্যাপারে আদিবাসী জনগণের যে উদ্বেগ রয়েছে তার নিরসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ১৬ সদস্যকে ফোরামের সহায়তাদানের প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

জাতিসংঘ এবং বহু ভাষাবাদ

মানুষে মানুষে সঙ্গতিপূর্ণ যোগাযোগের অপরিহার্য উপাদান বহু ভাষাবাদ যা জাতিসংঘের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে সহনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতিসংঘের সকল কাজে এটা ফলপ্রসূ ও বর্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি অধিকতর কার্যকারিতা, অধিকতর সুফল ও ব্যাপকতর সংশি-ষ্টতাও বয়ে আনে। জাতিসংঘ ব্যবস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশীদারিত্ব ও যোগাযোগের চেতনায় বহু ভাষাবাদ সংরক্ষণ ও উৎসাহিত

করতে হবে।

দৈনন্দিন পেশাগত কাজে ব্যবহৃত ইংরেজি ও ফরাসির সঙ্গে ছয়টি দাপ্তরিক ভাষা আরবি, চীনা, ইংরেজি, ফরাসি, রুশ ও স্পেনীয়র মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা সকল মহাসচিবের একটা নিত্যবিদ্যমান উদ্বেগের বিষয়। জাতিসংঘ, তার লক্ষ্য ও কাজগুলোকে যাতে ব্যাপকতম মানুষ বুঝতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য দাপ্তরিক ভাষাগুলো এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে ১৯৪৬ থেকে আজ পর্যন্ত অগণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

আরবি, চীনা, ইংরেজি, ফরাসি, রুশ ও স্পেনীয় হলো জাতিসংঘের ছয়টি দাপ্তরিক ভাষা। ইংরেজি ও ফরাসি জাতিসংঘ সচিবালয়ের কার্যনির্বাহের ভাষা (১৯৪৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারির প্রস্তাব ২(১)।

বহু ভাষাবাদের বিষয়টিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ, বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ ও বহির্যোগাযোগের দিক থেকে দেখতে হবে। অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ হয় সংস্থার ভেতরে হতে পারে তা সদস্য দেশগুলো ও জাতিসংঘের কাজে জড়িত সকল কর্ম-কুশীলবের মধ্যে দাপ্তরিক যোগাযোগ কিংবা সদস্য দেশ ও জাতিসংঘ সচিবালয়ের মধ্যে যোগাযোগ। কার্যনির্বাহের ভাষা ও দাপ্তরিক ভাষার মধ্যে একটা ব্যবধান নির্ণয় করতে হবে। সর্বাধিক ব্যাপক সম্ভব শ্রোতার উদ্দেশ্যে বহির্যোগাযোগের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের বার্তা পৌঁছানোর জন্য ব্যবহৃত দাপ্তরিক ভাষা ছাড়াও অন্য ভাষা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। পরিশেষে, বহু ভাষাবাদের সকল বিষয় এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে মানবসম্পদের প্রশ্নটিও আলাদাভাবে মনে রাখতে হবে।

জাতিসংঘ জনতথ্য দপ্তরের কাজ হলো সংবাদমাধ্যম, বেসরকারি সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমগুলোর সহায়তায় সংস্থার প্রতি সমর্থন গড়ে তোলার জন্য সমগ্র বিশ্বে জাতিসংঘের বার্তা জানানো ও অনুধাবন করানো। এ লক্ষ্যে দপ্তরের তৈরি তথ্য ও যোগাযোগ সামগ্রীর সর্বাধিক সম্ভব ব্যাপক এবং উপযুক্ত বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে। দপ্তর তাই তার সামগ্রী ও কার্যাবলির জন্য বিশ্বব্যাপী শ্রোতা প্রসারে প্রণালিবদ্ধভাবে কাজ করছে। প্রচারমাধ্যম ও কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে বেতার ও টেলিভিশন ইন্টারনেট সাইট, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রগুলোর নেটওয়ার্ক এবং প্রধান প্রধান দপ্তর পরিচালিত নিয়ন্ত্রিত ভ্রমণ কর্মসূচি।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১১

বিশ্বের অন্যান্য দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালিত হয়। রাত ১২টা ১ মিনিটে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। এর পরপরই কূটনৈতিক মিশনের প্রধানগণ ও বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী আর্থার এরকেন শহীদ মিনারের বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। এ সময় জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা আবাসিক সমন্বয়কারীর সাথে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যবৃন্দ ও সর্বস্তরের জনগণ ভাষা শহীদদের স্মরণে শহীদ মিনারে পুষ্প অর্পণের মাধ্যমে তাদের শ্রদ্ধা জানান। দিবসটি উপলক্ষে ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ইরিলা বোকাভা বিশ্বব্যাপী একটি বাণী প্রদান করেন। এতে তিনি বলেন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার উন্নয়নে বিশেষভাবে অবদান রাখতে পারে।

এমডিজি বিষয়ক সেমিনার ও তথ্য সাক্ষরতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্র ও সেন্টার ফর ইনফরমেশন স্টাডিজের যৌথ উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জ জেলাস্থ নুরুল হক উচ্চ বিদ্যালয়ে এমডিজি ও তথ্য সাক্ষরতা বিষয়ে দুদিনব্যাপী এক সেমিনার ও প্রশিক্ষণ কর্মসুচির আয়োজন করা হয়। এতে উক্ত স্কুলের মোট ১০০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। স্কুল পরিচালনা পরিষদের সভাপতি মতিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মিলন কৃষ্ণ হালদার। দুদিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণের রিসোর্সপারসনের দায়িত্ব পালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মেজবাহ-উল ইসলাম, সিস-এর পরিচালক মিনহাজ উদ্দিন আহম্মেদ ও জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্রর রেফারেন্স লাইব্রেরিয়ান মো. মনিরুজ্জামান। প্রশিক্ষণে মুল উদ্দেশ্য ছিল তথ্যের ব্যবহার সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের সম্যক ধারণা প্রদান। প্রশিক্ষণ শেষে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সনদ ও পুরস্কার প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পতাকা উত্তোলন

জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা

মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মিলন কৃষ্ণ হালদার

বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা নুরুল হক প্রধান

বিদ্যালয়ের সভাপতি মতিউর রহমান

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করা ছাত্রছাত্রীরা

বিশ্ব সামাজিক ন্যায়বিচার দিবস

২০ ফেব্রুয়ারি

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ২০০৮ সালের ১০ জুন ন্যায্য বিশ্বায়নের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার সংক্রান্ত আইএলও ঘোষণা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে। ১৯১৯ সালের আইএলও গঠনতন্ত্রের পর আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে গৃহীত এটি তৃতীয় প্রধান মুল নীতি ও নীতিমালার বিবৃতি। এর ভিত্তি হলো ১৯৪৪ সালের ফিলাডেলফিয়া ঘোষণা এবং ১৯৯৮ সালের কর্মক্ষেত্রে মৌলিক নীতিমালা ও অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা। ২০০৮ সালের ঘোষণায় বিশ্বায়নের যুগে আইএলও ম্যান্ডেটের সমসাময়িক স্বপ্ন বিধৃত হয়েছে।

যুগান্তকারী ঘোষণাটি আইএলও মুল্যবোধের একটি শক্তিশালী দৃঢ়োক্তি। এটি হলো বিশ্বায়নের সামাজিক মাত্রা সম্পর্কিত বিশ্ব কমিশনের রিপোর্টের পরবর্তীকালে শুরু হওয়া ত্রিপক্ষীয় পরামর্শের ফলশ্রুতি। এই মুল পাঠ গ্রহণের মাধ্যমে ১৮২টি সদস্য রাষ্ট্রের সরকার, নিয়োগকারী ও শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিবর্গ বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে অগ্রগতি ও সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জনে আমাদের ত্রিপক্ষীয় সংস্থার গুরুত্বপুর্ণ সহায়ক ভুমিকার ওপর জোর দেন। তাদের সকলেই যথোচিত কর্মএজেন্ডার মাধ্যমে এসব লক্ষ্য এগিয়ে নিতে আইএলওর সামর্থ্য বৃদ্ধির অঙ্গীকার করেন। এই ঘোষণা ১৯১৯ সাল থেকে আইএলওর গড়ে তোলা যথোচিত কাজের ধারণাকে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দিয়েছে, যা সংস্থার গঠনতন্ত্রের লক্ষ্যগুলো অর্জনে তার নীতিমালার মর্মমুলে প্রোথিত করে দিয়েছে।

একটি গুরুত্বপুর্ণ রাজনৈতিক সময়ে ঘোষণাটি প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে সবার জন্য উন্নত ও ন্যায্য ফল অর্জনে বিশ্বায়নের ব্যাপারে একটা জোরালো সামাজিক মাত্রার প্রয়োজন সম্পর্কে ব্যাপক ঐকমত্য প্রতিফলিত হয়েছে। যথোচিত কাজের ভিত্তিতে একটি ন্যায্য বিশ্বায়ন এগিয়ে নেয়ার জন্য এটি একটি দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র এবং দেশ পর্যায়ে যথোচিত কর্ম এজেন্ডা বাস্তবায়নে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য একটি বাস্তব হাতিয়ার। এটা সবার জন্য বৃহত্তর কর্ম ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টিতে স্থিতিশীল প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব তুলে ধরার মাধ্যমে একটি উৎপাদনশীল দৃষ্টিভঙ্গিও প্রতিফলিত

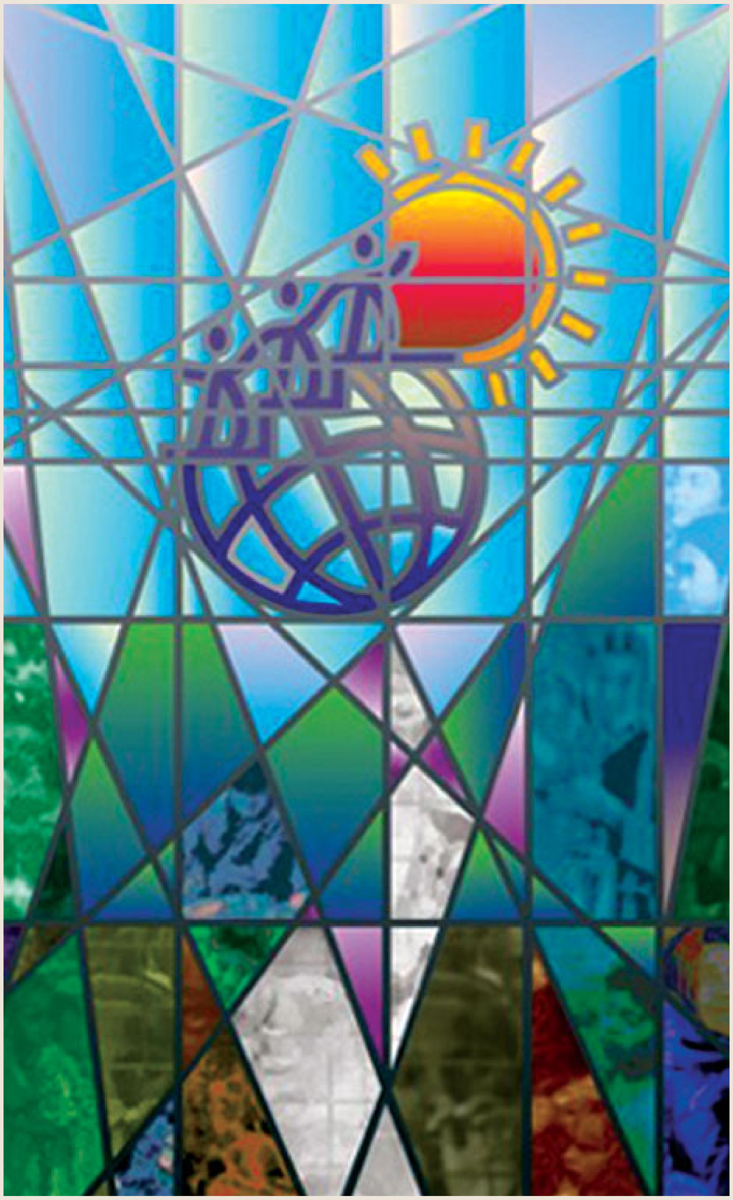

করেছে।

সাধারণ পরিষদ স্বীকার করেছে যে, দেশগুলোর অভ্যন্তরে এবং দেশগুলোর মধ্যে শান্তি, নিরাপত্তা অর্জন ও রক্ষা করার জন্য সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার অপরিহার্য, আর শান্তি ও নিরাপত্তা না থাকলে অথবা সকল মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ অনুপস্থিত থাকলে সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জিত হতে পারে না। এতে আরো স্বীকার করা হয়েছে যে, বিশ্ব অর্থনীতির বিকাশ এবং বিশ্বব্যাপী জীবনমানের

উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য বাণিজ্য, বিনিয়োগ, পুঁজিপ্রবাহ, তথ্যপ্রযুক্তিসহ প্রযুক্তির অগ্রগতির মাধ্যমে বিশ্বায়ন ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা নতুন নতুন সুযোগ উন্মোচন করছে, একই সময়ে সমাজের অভ্যন্তরে ও সমাজগুলোর মধ্যে গুরুতর আর্থিক সঙ্কট, অনিরাপত্তা, দারিদ্র্য, বর্জন ও অসমতাসহ মারাত্মক চ্যালেঞ্জ এবং উন্নয়নশীল দেশ ও কোনো কোনো উত্তরণশীল অর্থনীতির দেশের জন্য বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে আরো সমন্বয় ও পূর্ণ অংশগ্রহণের পথে উলে-খযোগ্য বাধাবিপত্তি রয়েছে।

সাধারণ পরিষদ ২০০৭ সালের ২৬ নভেম্বর ঘোষণা করেছে যে, সাধারণ পরিষদের ৬৩তম অধিবেশন থেকে শুরু করে প্রতি বছর ২০ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব সামাজিক ন্যায়বিচার দিবস পালন করা হবে।

বিশ্ব সামাজিক ন্যায়বিচার দিবস

দেশের অভ্যন্তরে এবং দেশগুলোর মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ সহাবস্থানের মুলগত নীতি সামাজিক ন্যায়বিচার। আমরা যখন লিঙ্গাভিত্তিক সমতা কিংবা আদিবাসী জনগণ ও অভিবাসীদের অধিকার এগিয়ে নিয়ে যাই, তখন আমরা সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতিমালা সমুন্নত রাখি। লিঙ্গা, বয়স, জাতিগোষ্ঠী, জাতিসত্তা, ধর্ম, সংস্কৃতি বা পিছিয়ে থাকার কারণে মানুষ যখন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় এবং আমরা তা অপসারণ করি, তখন আমরা সামাজিক ন্যায়বিচার এগিয়ে নিই।

জাতিসংঘের ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও মানব মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের বৈশ্বিক মিশনের মর্মমুলে রয়েছে সবার জন্য ন্যায়বিচার অনুসরণ করা। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মতো বিশ্বায়নের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার ঘোষণা গ্রহণ সামাজিক ন্যায়বিপ-বের প্রতি জাতিসংঘ ব্যবস্থার অঙ্গীকারের সাম্প্রতিক একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। এই ঘোষণা কর্মসংস্থান, সামাজিক সুরক্ষা, সামাজিক সংলাপ এবং মৌলিক নীতিমালা ও কর্মক্ষেত্রে অধিকারের মাধ্যমে সবার জন্য ন্যায়সঙ্গাত ফল নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

সাধারণ পরিষদ ২০০৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারিকে বিশ্ব সামাজিক ন্যায়বিচার দিবস হিসেবে ঘোষণা করে বিশ্ব সামাজিক উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলন এবং জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৪তম অধিবেশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সঙ্গো সঙ্গাতি রেখে জাতীয় কর্মসুচির মাধ্যমে সদস্য দেশগুলোর প্রতি দিনটি পালনের আহ্বান জানিয়েছে। বিশ্ব সামাজিক ন্যায়বিচার দিবস পালনের মধ্য দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন, পূর্ণ কর্মসংস্থান ও যথোচিত কাজের ব্যবস্থা। লিঙ্গাভিত্তিক সমতা বিধান এবং সবার জন্য সামাজিক কল্যাণ ও ন্যায়বিচারের সুযোগ সৃষ্টির জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থন জানাতে হবে।

বিশ্ব ক্যান্সার দিবস

বিশ্বে মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ ক্যান্সার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লু-এইচও) আনুমানিক হিসেবে ২০০৫ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ৮ কোটি ৪০ লাখ লোক কোনোরূপ প্রতিকার ব্যবস্থা ছাড়াই ক্যান্সারে প্রাণ হারাবে।

প্রতি বছর ৪ ফেব্রুয়ারি ডব্লু-এইচও বিশ্বের ক্যান্সারের বোঝা লাঘবের উপায় অন্বেষণে আন্তর্জাতিক ক্যান্সার প্রতিরোধ ইউনিয়নকে সহায়তা দান করে। বারবার ঘুরেফিরে একটা বিষয়ই আসছে, তা হলো ক্যান্সার প্রতিরোধ ও ক্যান্সার রোগীদের জীবনের মানোন্নয়ন।

ক্যান্সার প্রতিরোধ

সবধরনের ক্যান্সারের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ প্রতিরোধযোগ্য। ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধ হলো সবচেয়ে ব্যয় সাশ্রয়ী দীর্ঘমেয়াদি কর্মকৌশল।

বিশ্বে বর্তমানে ক্যান্সারের একক বৃহত্তর প্রতিরোধযোগ্য কারণ তামাক। ফুসফুসের ক্যান্সারে মৃত্যুর শতকরা ৮৯ থেকে ৯০ ভাগ ঘটে তামাকের কারণে এবং মুখ গহ্বর, স্বরযন্ত্র, খাদ্যনালি ও পাকস্থলীর ক্যান্সারে মৃত্যুসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্যান্সারে মৃত্যুর শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ ঘটে তামাকে। তামাকের বিজ্ঞাপন প্রচার ও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহনের ওপর নিষেধাজ্ঞা, তামাকজাত পণ্যের ওপর কর বৃদ্ধিসহ একটি ব্যাপক কর্মকৌশল এবং পরিত্যাগ কর্মসূচি অনেক দেশে তামাকের ব্যবহার কমাতে পারে। ২০০৩ সালের মে মাসে গৃহীত ডব্লু-এইচওর তামাক সংক্রান্ত কাঠামো কনভেনশনের লক্ষ্য হলো তামাক সংশি-ষ্ট মৃত্যু ও ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ করা।

তামাকমুক্ত উদ্যোগ

ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা হলো খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন। খাদ্যনালি, কলোরেক্টাল, স্তন, অন্তর্মাতৃময় ও কিডনির মতো অনেক ধরনের ক্যান্সারের সঙ্গে ওজনাধিক্য ও স্থূলকায়ত্বের একটা সম্পর্ক রয়েছে। খাদ্য তালিকায় ফলমূল ও শাকসবজি বেশি থাকলে অনেক ক্যান্সার প্রতিরোধে তার একটা সুরক্ষামূলক প্রভাব থাকতে পারে। অপরদিকে লাল ও সংরক্ষণ করে রাখা মাংস বেশি খেলে তার সঙ্গে কলোরেক্টাল ক্যান্সারের সম্পর্ক থাকতে পারে। এছাড়া স্বাস্থ্যসম্মত যে খাদ্যাভ্যাস খাদ্য সংশি-ষ্ট ক্যান্সার হওয়া রোধ করে তা হৃদরোগের ঝুঁকিও হ্রাস করবে।

নিয়মিত শারীরিক কাজকর্ম এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের পাশাপাশি দেহের স্বাস্থ্যসম্মত ওজন ক্যান্সারের ঝুঁকি উলে-খযোগ্য মাত্রায় হ্রাস করবে। ক্যান্সারের ঝুঁকির কারণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও আক্রান্ত হওয়ার মতো পরিস্থিতি হ্রাস এবং মানুষকে সুস্থ জীবনধারা গ্রহণের মতো তথ্য ও সহায়তাদান নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।

খাদ্য, শারীরিক কাজকর্ম ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে ডব্লু-এইচওর বিশ্ব কর্মকৌশল

উন্নয়নশীল বিশ্বে শতকরা প্রায় ২২ ভাগ ক্যান্সারজনিত মৃত্যু এবং শিল্পোন্নত দেশগুলোতে শতকরা ৬ ভাগ মৃত্যুর জন্য সংক্রামক জীবাণু দায়ী। ভাইরাল হেপাটাইটিস বি এবং সির কারণে যকৃতে ক্যান্সার হয়। মানব পেপিলোমা ভাইরাস সংক্রমণে সার্ভিকাল ক্যান্সার হয়; ব্যাকটেরিয়ার হেলিকোবাকটার পাইলরি পাকস্থলীর ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। কোনো কোনো দেশে পরজীবীবাহিত স্কিস্টোসোমিয়াসিস থলির ক্যান্সারের এবং অন্যান্য দেশে যকৃতের ফ্লুক পিত্তনালির Cholangiocarcinoma'র ঝুঁকি বাড়ায়। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে টিকাদান এবং সংক্রমণ ও উপদ্রব প্রতিরোধ করা।

সংক্রামক ব্যাধি সম্পর্কিত স্বাস্থ্য বিষয়

আয়নিত বিকিরণের সংস্পর্শেও কোনো কোনো ধরনের ক্যান্সার হয় বলে জানা গেছে। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির অতিরিক্ত বিকিরণ ত্বকের সব ধরনের ক্যান্সার ঝুঁকি বাড়ায়। এই বিকিরণের প্রভাব এড়ানোর জন্য সূর্যালোকরোধক ও রক্ষামূলক পোশাকের ব্যবহার হলো কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

অতিবেগুনি বিকিরণ

অ্যাজবেস্টসে ফুসফুসের ক্যান্সার হতে পারে; অ্যানিলিন রঞ্জক থলির ক্যান্সারের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং বেনজিনে রক্তাল্পতা রোগ হতে পারে। কোনো কোনো পেশা ও পরিবেশগত কারণে এসবের সংস্পর্শে আসতে হতে পারে। তাই এগুলো এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শ পরিহার করা ক্যান্সার প্রতিরোধের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০, ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor : Kazi Ali Reza, Phone : 811 86 00 e-mail : info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org